ছোটোদের গল্পে সমাপতন

রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য

ছোটোদের গল্পে ন্যাজে - মোচড় পরিণতি নিয়ে আগের সংখ্যায় আলোচনা করেছি। ঘটনা হচ্ছে : ন্যাজে - মোচড় - এরও রকমফের আছে। লীলা মজুমদারের ''সর্বনেশে মাদুলি'' - তে সেটা এক রকমের; নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ''ভজরামের প্রতিশোধ'' -এ রকমটা অন্য। এবার ঐ গল্পটির কথায় আসা যাক। গল্প এই :

এতকাল ভজরাম বসুই ছিলেন তাঁর পাড়ার একমাত্র সাহিত্যিক। তবে তাঁর লেখা কেউই স্বেচ্ছায় ছাপত না। পত্রিকার সম্পাদকদের খাইয়ে - দাইয়ে তিনি তাঁর দু-একটা গল্প বার করতেন। এমন সময়ে সেই পাড়ায় এলেন এক শিশুসাহিত্যিক, দোলগোবিন্দ দে, বেশ নামজাদা কবি। তিনি আসার পরে ভজরামের প্রতিপত্তি চলে গেল। পাড়ার ছেলেদের সরস্বতী পুজোর অনুষ্ঠানে এবার সভাপতি হলেন 'স্বনামধন্য কবি' দোলগোবিন্দ। এর আগে অবধি পরপর আটবার সেই আসনে ভজরামই বসেছিলেন। তবে পাড়ার ছেলেরা তাঁকে একেবারে নিরাশ করল না। সভায় বক্তৃতা দিতে তাঁরও ডাক পড়ল।

বলতে উঠেই গোলমাল পাকালেন ভজরাম: 'সেখানে বাচ্চাদের কোন এক কবিরাজকে এনে সভাপতি করা হয় সেখানে আমার মতো ঔপন্যাসিককে ডেকে আনার কোনও প্রয়োজন নেই - ।' এরপরেই দর্শকদের চেঁচামেচিতে সভা ভেঙে গেল।

ভজরাম চটেছিলেন একটাই কারণে: দোলগোবিন্দ তাঁকে 'পল্লীর বিশিষ্ট লেখক' এই বলে পরিচয় করেছিলেন। এতেই তাঁর আঁতে ঘা লেগেছিল। দোলগোবিন্দ যদি তাঁকে 'স্বনামধন্য ঔপন্যাসিক' বা 'বিখ্যাত লেখক' বলতেন, ভজরাম তাহলে অত চটতেন না।

দিন পনেরো বাদে ছোটোদের এক পত্রিকায় দোলগোবিন্দর একটি কবিতা বেরল:

শ্রীগজরাম ঘোষ
সেটাও যখন লেখক হল
রইল বাকি মোষ।

ইত্যাদি

ভজরাম গেলেন উকিলবাড়ি; মানহানির মামলা ঠোকা দরকার। উকিল কিন্তু হতাশ করলে : ঐ কবিতা নিয়ে মানহানির নালিশ আনা যায় না। তিনি পরামর্শ দিলেন : এর জবাবে ভজরাম যেন একটা পাল্টা গল্প লেখেন। দোলগোবিন্দর নামধাম ইত্যাদি একটু পাল্টে দিলেই হবে।

কথাটা ভজরামের মনে ধরল। কোনো এক গোবিন্দলাল ঢোলকে তীব্র ব্যঙ্গ করে তিনি একটি গল্প লিখে ফেললেন। বর্ধমান সখা-র সম্পাদককে মাংস - পরোটা খাইয়ে, এক ঝুড়ি কমলালেবু ঘুষ দিয়ে, পয়সা কবুল করে সে-গল্প ছাপানোও হলো।

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হতে পারে না। দরকার এমন একটা পরিণতির যাতে ভজরামেরও শিক্ষা হবে, আর বাচ্চা পাঠকও মজা পাবে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় সেই প্রত্যাশাই পূরণ করেন এক অপ্রত্যাশিত পরিণতি দিয়ে।

বর্ধমান সখা-য় ভজরামের গল্পটি বেরনোর পর এক হপ্তা তাঁর বেশ আনন্দে কাটল। অষ্টমদিনে তাঁর কাছে এল উকিলের চিঠি। বিষয়; মানহানি

দোলগোবিন্দর তরফেই কি এই চিঠি এসেছে? না। চিঠি এসেছে হুগলির এক সত্যিকারের গোবিন্দলাল ঢোলের পক্ষ থেকে। তাঁর উকিল জানিয়েছেন : 'আমার মক্কেল শ্রীযুক্ত গোবিন্দলাল ঢোল বাঁধাকপির বিখ্যাত ব্যবসায়ী। তিনি অবসর সময়ে কিছু কিছু কাব্যও রচনা করেন।... আপনি ''বর্ধমান সখা'' পত্রিকায় তাঁহার নামে যে অকারন নিন্দাবাদ করিয়াছেন, ...সেজন্য কেন আপনার নামে মানহানির মকদ্দমা করা হইবে না ও পঞ্চাশ হাজার টাকার ক্ষতিপূরণ দাবি করা হইবে না, তাহার কারণ দর্শাইবার জন্য-'।

এই পরিণতি একেবারেই অপ্রত্যাশিত। তবে সমাপতন (কোইন্‌সিডেন্‌স)-এর ফল যে এই রকমই হতে পারে - তা -ও অস্বীকার করা যায় না। শুধু নামের মিলই নয়, ঘটনাচক্রে তার সঙ্গে যোগ হয়েছে বাঁধাকপির ব্যবসা আর কাব্যচর্চা। প্রথম মিলটিতে অত অবাক হওয়ার কিছু নেই। এমনকি দ্বিতীয় মিলটিও একেবারে অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু তৃতীয় মিলটি - বাঁধাকপির ব্যাবসার ফাঁকে ফাঁকে কাব্যরচনা - এককথায় অত্যদ্ভুত। এমন সমাপতন ঘটে লাখে বা কোটিতে এক। আর সেই সম্ভাবনাই বাস্তব হলো ভজরামের ক্ষেত্রে। প্রতিপক্ষকে বকলমে শায়েস্তা করতে গিয়ে নিজের পাতা কলে তিনি নিজেই ধরা পড়লেন। মানহানির মকদ্দমায় ফরিয়াদি হওয়ার বদলে তাঁকেই দাঁড়াতে হলো আসমির কাঠগড়ায়।

''সর্বনেশে মাদুলি'' আর ''ভজরামের প্রতিশোধ'' - দুটি গল্পর নামকরণে একটু বাড়তি মজা আছে। গুপির মাদুলিটা তার ক্লাসের ছেলেদের পক্ষে সর্বনেশে হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ঐ গল্প 'আমি' মাদুলিটা কেড়ে মাড়িয়ে সেই সর্বনাশ থেকে ছেলেকে রেহাই দেয়; আর মাদুলির মন্ত্রশক্তির বেলুনটাকেও ফাঁসিয়ে দেয় ভদ্দু। ''ভজরামের প্রতিশোধ'৪ -এ তার উল্‌টো ব্যাপারটাই ঘটে : ভজরাম কী করে ঐ মকদ্দমা থেকে রেহাই পাবেন । গল্পে সে-কথা বলা নেই। তবে গুপি বা ভজরামের আচরণে পাঠকরা খুশি ছিল না। গল্পর শেষে ন্যায়বিচার হয়েছে দেখে তারা খুশি হয়। একেই বলে পোএটিক জাস্টিস। বাস্তবে যে - ন্যায়বিচার সর্বদা হয় না, সাহিত্যে সেই ইচ্ছে পুরণ হয়।